দৈনিক ইত্তেফাক

MAR 09 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

নীলফামারীতে ২ বছরেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তির বরাদ্দ অর্থ বিলিবন্টন হয়নি

নীলফামারী সংবাদদাতা ॥ জেলার ৬টি উপজেলার ৬৯৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৭ হাজার ৬৩৮ জন শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির অর্থ ২ বছর আগে বরাদ্দ হলেও ব্যাঙ্ক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের উদাসীনতার কারণে এ পর্যন্ত বিলিবন্টন হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ডোমার উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ১০৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮ হাজার ৬৬ জন, ডিমলা উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ১২৫টি বিদ্যালয়ের ৮ হাজার ১৭৯ জন, জলঢাকা উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের ১৮৯টি বিদ্যালয়ের ১৫ হাজার ৯৩০ জন, কিশোরীগঞ্জ উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ১৩১টি বিদ্যালয়ের ১০ হাজার ৮৪৮ জন, সৈয়দপুর উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ১৮টি বিদ্যালয়ের ১ হাজার ৮৩২ জন ও সদর উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের ১৩২টি বিদ্যালয়ের ১২ হাজার ৭৭৬ জনসহ মোট ৪৫টি ইউনিয়নের

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

নীলফামারীতে

(১১শ পৃঃ পর)

৬৯৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৭ হাজার ৬৩৮ জন শিক্ষার্থীকে মাসিক ২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য বাছাই করা হয়। ২০০০ সালের এপ্রিল থেকে ২০০১ সালের জুন মাস পর্যন্ত 'খোক' বরাদ্দ হিসেবে ডোমারে ৬ লাখ ৫২ হাজার ৮৯০ টাকা, ডিমলায় ১৮ লাখ ১৬ হাজার ৮ শত টাকা, জলঢাকায় ৯ লাখ ১৭ হাজার ৩৪০ টাকা, কিশোরীগঞ্জে ১৮ লাখ ৯৫ হাজার ৩ শত টাকা, সৈয়দপুরে ৪ লাখ ৫০ হাজার এবং সদর উপজেলায় ২০ লাখ ৫০ হাজার ৫ শত টাকাসহ মোট ৭৭ লাখ ৮২ হাজার ৮৩০ টাকা প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ দেয়া হয়। বরাদ্দকৃত অর্থ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বিলিবন্টনের নির্দেশ দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ক্যাম্প করে নির্ধারিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তির অর্থ বিলিবন্টন করার নির্দেশ থাকলেও আজ পর্যন্ত অর্থ বিলিকরা হয়নি বলে জানা গেছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করলে বরাদ্দকৃত উপবৃত্তির অর্থ বিলিবন্টন না হওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ষ্টাফ স্বল্পতার অজুহাতে আজ পর্যন্ত অর্থ বিলিবন্টন করতে সমর্থ হয়নি। আংশিক অর্থ বিলিবন্টন করা হলেও বার বার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা প্রতিবেদন দাখিল করছে না। বরাদ্দকৃত অর্থ বিলিবন্টন না হওয়ায় ২০০১ সালের জুলাই থেকে চলতি বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত কোন অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি। গরীব, দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তির বরাদ্দকৃত অর্থ বিতরণ না করায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ লাভবান হলেও ভোক্তারা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।